দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 MAR 1993 … পৃষ্ঠা … ৮ … কলাম … ৬ …

প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর আলোচনায় জিজ্ঞাসা

বাংলাদেশের মত অন্য কোন দেশের শিক্ষাঙ্গনে এমন হানাহানি নেই কেন?

॥ সংসদ রিপোর্টার ॥

গতকাল জাতীয় সংসদের বৈঠকে প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর আলোচনায় একজন বিরোধী দলীয় সদস্য এমর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন— ভারত, পাকিস্তান ও থাইল্যাণ্ডসহ আশপাশের দেশগুলোর শিক্ষাঙ্গনে বাংলাদেশের মত এরকম হানাহানি, মারামারি আর সন্ত্রাস নেই কেন— এ কারণ খুঁজে বের করতে হবে।

উল্লেখ্য, গতকাল প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর সরকারী দল ও বিরোধী দলের সর্বজনাব মাওলানা আবদুস সোবহান, মশিউর রহমান, রূহুল কুদ্দুস, জহিরুল ইসলাম, বেগম লুৎফুননেসা হোসেন, মাওলানা আবু বকর, আবদুল ওহাব, কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন, মাওলানা রিয়াছত আলী, আজিজুর রহমান ও মোহাম্মদ শাহজাহান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জামায়াতের মাওলানা আবদুস সোবহান বলেন, প্রেসিডেন্ট তার এ ভাষণের মাধ্যমে অতীতের কার্যসূচী ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন যে, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আজ সে শিক্ষার আঙ্গিনায় আমরা কি দেখছি? দেখছি হানাহানি আর মারামারি ও সন্ত্রাসের কারণে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ আজ কলুষিত। তিনি বলেন, আমরা কখনো আমাদের ছাত্র সংগঠনের কাউকে অস্ত্রের শিক্ষা দেই না। সন্ত্রাসের নির্দেশ দেই না। তাই আমরা বলছি, এসব কাজে আমাদেরও কেউ যদি জড়িত থাকেন তাহলে তাকে গ্রেফতার করা হোক। তিনি বলেন— ভারত, পাকিস্তান এবং থাইল্যাণ্ডসহ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর শিক্ষাঙ্গনে কি আমাদের দেশের মত হানাহানি আর মারামারি আছে? তাহলে আমাদের এখানে কেন থাকবে— এটা ভেবে দেখতে হবে। তিনি ধান, চালের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এ জন্যে কি কৃষক তার পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবে না? কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পেলে তারা কৃষি পণ্য উৎপাদনে ভবিষ্যতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং তা হবে জাতির জন্যে ক্ষতিকর। জনাব সোবহান পাবনা মেডিক্যাল কলেজ পুনরায় চালু করার দাবী জানান। তিনি পাবনা-নগরবাড়ী-ঈশ্বরদী রেল লাইন প্রতিষ্ঠা এবং পাবনাকে দেশের অন্যান্য উন্নত এলাকার মতই রূপান্তর করার দাবী জানান।

বিএনপি'র কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন বলেন, প্রেসিডেন্টের ভাষণ প্রক্রিয়া প্রেসিডেন্ট শাসনেরই ধারাবাহিকতা। তিনি এই পদ্ধতি রহিত করার আহবান জানিয়ে সে জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দাবী করেন। প্রেসিডেন্ট যে ভাষণ দিয়েছেন তা মূলতঃ সরকারের কথা। সেটা প্রধানমন্ত্রী বলবেন। সদস্যরা আলোচনা করবেন— এটাই স্বাভাবিক।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস '৭১ সালে শান্তি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু তিনি '৭৩ সালে আওয়ামী লীগ আমলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বরিশাল বার-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক জিয়ার দল করেছেন। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে তাঁর আচরণে খুশী।

তিনি বলেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী, তোফায়েল সাহেব তাদের এলাকায় ২০০ বান করে টিন বিতরণ করেছেন অথচ সরকার দলীয় এমপিরা তা পাননি। এতেই প্রমাণ হয়েছে এই সরকার ত্রাণে দলীয়করণ করেনি।

বিএনপি'র জনাব মশিউর রহমান বলেন, প্রেসিডেন্টের ভাষণে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা রয়েছে। গত দু'বছরে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশ যেটুকু অগ্রসর হয়েছে তা আর কোন সরকারের সময়ে হয়নি। বেগম জিয়ার উৎপাদনের রাজনীতি সঠিকভাবে চলছে, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। দু'এক বছরের মধ্যে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। কলেজে শিক্ষক, মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, কিছু কিছু মহল দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা কথায় কথায় ওয়াক আউট করে গণতন্ত্র নস্যাৎ-এর ষড়যন্ত্র করে। এই দেশে তারা সন্ত্রাসের রাজনীতি চালু করেছে। চট্টগ্রামে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লোক মরে তিনি হরতাল ডাকেন, মীরপুরে নিরপেক্ষ নির্বাচনে পরাজিত হয়ে হরতাল করলেন। সেই নেত্রী শাস্তি দিলেন এই দেশের ১২ কোটি মানুষকে। কারণ ২৭ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে উনি পরাজিত হয়েছেন। তিনি বলেন, '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যারা শেখ সাহেবের লাশ সিঁড়িতে রেখে মন্ত্রী হয়েছেন, মোশতাকের দূত হয়ে মস্কোতে গিয়ে বলে, ফেরাউন মরেছে। অথচ আজ তারা শেখ মুজিবের ভাষণ শুনতে চায়। তারা মিথ্যার রাজনীতি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের ছাত্রদের গুলীতে নিজেরা মরে বিবৃতি দেয়, সরকারী দল মেরেছে। পরে জানা যায় আসল ঘটনা। সেই নেত্রী সন্ত্রাসীদের ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে, ২৯ নম্বর মিন্টু রোডের বাড়ীতে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই মহলটিকে জনগণ আজ দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর বলেই চিহ্নিত করেছে।

জামায়াতে ইসলামীর জনাব রূহুল কুদ্দুস জানান, তিনি এখন পর্যন্ত তার নির্বাচিত আসনের নামে বরাদ্দকৃত লোন টিন পাননি। অথচ খুলনার বিএনপি'র দলীয় এমপি ৯০০ বান টিন পেয়েছেন। তিনি পাইকগাছাসহ সুন্দরবন জেলা গঠনের দাবী জানান।

বিএনপি'র জনাব জহিরুল ইসলাম বলেন, শেখ মুজিব আত্মহত্যা করেছেন। আমি তার প্রমাণ দেব। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানুষ অনেক আশা করেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ মানুষের কাফনের কাপড় পর্যন্ত দিতে পারেনি। একদলীয় শাসন বাকশাল কায়েম করে গণতন্ত্রের কবর রচনা করেছিল আওয়ামী লীগ। আর আজ তারা ৭ মার্চের ভাষণের কথা বলে। তিনি বলেন, আজকের সরকার সবচেয়ে ভালো সরকার। মানুষের আজ মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কোন অভাব নেই।

বিএনপি'র বেগম লুৎফুননেছা হুসেন বলেন, প্রেসিডেন্টের ভাষণে দেশের সামগ্রিক সুশৃংখল উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। বর্তমান সরকারের আমলে অর্থনীতিতে স্থবিরতা কাটিয়ে গতিশীলতা আনা হয়েছে।

জামায়াতের মাওলানা আবু বকর বলেন, প্রেসিডেন্টের ভাষণ ও সরকারের কাজের মধ্যে কোন মিল নেই। এই ভাষণ গতানুগতিক। আলোচনাও গতানুগতিক। তিনি বলেন, আল্লাহর দ্বীনের কথা বলায় অধ্যাপক গোলাম আযমকে কারাগারে রাখা হয়েছে।

বিএনপি'র, জনাব আবদুল ওহাব বলেন, প্রেসিডেন্টের ভাষণে জাতীয় উন্নয়নের দিকনির্দেশনা রয়েছে। তিনি তার এলাকার মাদ্রাসাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা ও অনুদান দেয়ার দাবী জানান। ঝিনাইদহে তিনি বাইপাস সড়ক নির্মাণের অনুরোধ জানান। জামায়াতের মাওলানা রিয়াছত আলী প্রতি সংসদ সদস্যকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সাধারণ বরাদ্দ দেয়ার দাবী জানান।

বিএনপি'র জনাব আজিজুর রহমান যমুনা সেতু নির্মাণের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার দাবী পুনরুল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমার এলাকায় রাস্তাঘাট হচ্ছে। এ জন্য তিনি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান। বিএনপি'র জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, এদেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করবে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার।